ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 96 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫২ ● কলকাতা ● ২৯ ভাদ্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 59

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যখন চোখ খুললাম তো গুরুদেব হাসছিলেন।

একদিন সকালে এক বিচিত্র আওয়াজ আসছিল আর তার ফলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন বাইরে অন্ধকার ছিল। কিন্তু গুরুদেব তাঁর শয্যায় ছিলেন না। এক অনেক বড় পাথরের টুকরো ছিল যা পাহাড়ের ভিতরের দেওয়ালের সঙ্গে লেগে ছিল আর একদিক থেকে উঁচু ছিল, যেন প্রকৃতি গুরুদেবের জন্য পালঙ্কের মাথা (পালঙ্কের উঁচু দিক) বানিয়েছেন। তার উপর অনেক ঘাস-পাতা পড়েছিল, তার উপরই গুরুদেব শয়ন করতেন। জানি না কেন, তিনি যখন ঐ শয্যায় শয়ন করতেন, তখন তাঁর পা টিপে দিতে খুব ভাল লাগত।

ক্রমশঃ

ভিন রাজ্য থেকে ১২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী আজ এসেছেন বাংলায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত রবিবার হয়ে হয়ে গেছে নবম-দশমের পরীক্ষা আর আজ, রবিবার হচ্ছে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা। গত দিনের মতো আজও ভিন রাজ্য থেকে এসেছেন বহু পরীক্ষার্থী। গতদিন রাজস্থান থেকে উত্তর প্রদেশ, বিহার-সহ একাধিক রাজ্য থেকে এ রাজ্যের পরীক্ষায় বসেছিলেন অনেকেই। পরিসংখ্যান বলছেন এদিনও দেখা যেতে চলেছে একই ছবি। সূত্রের খবর, ১২ হাজারের বেশি পরিক্ষার্থী এসেছেন বাংলায় পরীক্ষা দিতে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডের পরিক্ষার্থীদের ভিড়ই বেশি বলে জানা যাচ্ছে। হিন্দি মাধ্যমে ৩৭০ শূন্যপদ, তাতেই আবেদন ভিন রাজ্যের ১২ হাজারের বেশি পরিক্ষার্থীদের। আগের দিন হিন্দি মিডিয়ামে আজকের পরীক্ষার শূন্যপদ ছিল ২২৫১।

সেই শূন্যপদের জন্যই আবেদনের পাহাড় জমা হয়েছিল। ২০১৬ এর পরীক্ষায় হিন্দি মিডিয়ামদের অনুমতি ছিল না বলে খবর। এবারেই প্রথম। এ রাজ্যে এসে অনেকেই তাঁদের রাজ্যের নিয়োগের বেহাল দশা দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। তা নিয়ে রাজনৈতিক রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোরও হয়েছিল। এসএসসি বলছে এবার পরীক্ষায় বসছেন মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এদিন পরীক্ষা হতে চলেছে ৩৬ টি বিষয়ের পরীক্ষা। মোট শূন্যপদ ১২ হাজার ৫১৪।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

বোমাবাজির মধ্যেই নির্বাচন, খেজুরিতে তৃণমূলকে 'ক্লিন বোল্ড' বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাজারও অশান্তি। শেষমেশ ৯টি আসনেই খেজুরিতে জয়ী বিজেপি। খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্রের খেজুরি দুই ব্লকের জনকা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়াহার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে গেরুয়া অনুগামীদের বিপুল জয়। এই সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ৯টি আসনের মধ্যে নয়টিতেই আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় গেরুয়া সমর্থিত সমবায়ীরা ।আমি আমাদের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানানই। বোমা-বন্দুককে উপেক্ষা করে সমস্ত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রার্থীরা। তার জন্য শুভেন্দু। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে খেজুরি থেকে তৃণমূল ধুয়ে মুছে যাবে।" যদিও খেজুরির তৃণমূল নেতা সমুদ্ভব দাস বলেন, "আমরা তো ওখানে একটি বুথে ঢুকতে গিয়েই যা বেগ পেয়েছি। ওখানে তো সন্ত্রাস চলেছে। আমরা তো ওখানে কোনও কাজই করতে পারিনি।"শাসক দলের ৯ জন প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস একটিও খাতা খুলতে পারেনি। ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। এই নির্বাচনের শুরু থেকেই অশান্তি চরমে ওঠে। চলে ব্যাপক বোমাবাজি। এদিকে, ফলঘোষণার পরও উচ্ছ্বসিত পুলিশ কর্মীরা পুলিশকে গেরুয়া গেঞ্জি পরানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশকে জুতো দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। খেজুরি ২ নম্বর ব্লকে গোড়াহার সমবায় নির্বাচন ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি বোমাও উদ্ধার করা হয়।

সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়ে সেই বোমা মারার ছবি। এ জয় প্রসঙ্গে খেজুরির বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক বলেন, "গতকালে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী পুলিশের মদতে বোমা-গুলি চালিয়েও জিততে পারল না। আবারও মানুষ বিজেপিকেই সমর্থন করেছে। নয়ে নটিতেই আমাদের প্রার্থীরা জয়ী।

বন্ধ ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক, বিপাকে এসএসসির পরীক্ষার্থীরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রাতভর অতি-ভারী বৃষ্টির ফলে পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশন। একইভাবে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে মেজবিল সংলগ্ন গিরিয়া নদীর ডাইভারশনও। এজন্য রবিবার সকাল থেকেই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে সব রকমের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ফালাকাটা সহ বিভিন্ন এলাকার অনেকের এসএসসির একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা কেন্দ্র আলিপুরদুয়ার শহরের স্কুল ও কলেজে থাকায় ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়। পরীক্ষার্থীরা কোনওভাবেই এই রাস্তা দিয়ে

এরপর ৪ পাতায়

সেনাবাহিনীর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

কলকাতায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সেনাবাহিনীর সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। রবিবার মণিপুর থেকে সোজা কলকাতায় এসেছেন তিনি। তাঁর আগেই পৌঁছেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তিন বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা থাকবেন। থাকবেন তিন বাহিনীর প্রধান, সিডিএস অনিল চৌহান।সেনাবাহিনীর সম্মেলনে আলোচনা হবে বিভিন্ন বিষয়ে। জানা গিয়েছে, এই সম্মেলনে মূলত সংস্কার ও রূপান্তরের বিষয়ে কথা বলবেন মন্ত্রী ও অফিসাররা। প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে বদল এসেছে সেনাবাহিনীতে, সেটা আগামিদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কীভাবে, সেই বিষয়েও কথা হবে। প্রধানমন্ত্রী এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন।

প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই এসপিজি মোতায়েন করা হয়েছে রাজভবনে। প্রতিটি গেটে রয়েছে চূড়ান্ত নিরাপত্তা। কলকাতা পুলিশের অফিসাররা গোটা চত্বর পরিদর্শন করেছেন। রবিবার রাতে রাজভবনেই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী।সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হবে ফোর্ট উইলিয়ামের বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী আসার কারণে আর আর অ্যাভিনিউ, হাসপাতাল রোড, এজেসি বোস রোড, খিদিরপুর রোড ও রেড রোড এড়িয়ে চলার কথা বলেছে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই মেট্রোর নতুন রুটের উদ্বোধনে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার ফের মোদীর কলকাতা সফর ঘিরে বিজেপি নেতৃত্ব উচ্ছসিত।

৫ মার্চ নেপালে জাতীয় নির্বাচন হবে - ঘোষণা সুশীলা কারকির

বেবি চক্রবর্ত্তী

দেশের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গানতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবি সকলের। কিন্তু বাংলাদেশে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুস কিছুতেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন নি। অথচ নেপালের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দিনই ঘোষণা করে দিল ভোটের দিন। আগামী ৫ মার্চ ভোট। এদিকে শপথ নেওয়ার পরই সুশীলাকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। উঠে আসছে তাঁর স্বামীর অতীত 'দুষ্কর্ম'। বেশ কয়েক বছর আগে নেপালে এক বিমান অপহরণের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন সুশীলার স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদী। সেই অপরাধে জেলও খাটতে হয় তাঁকে। শুক্রবার সুশীলাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্ফলের সভা থেকে মোদি বলেন, "নেপালের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস তিনি নেপালে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবেন।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে সুশীলাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং তাঁদের মানুষের সঙ্গে এ রাজ্যের বাসিন্দাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রতিবেশী হিসাবে আমরা এই গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আগামীদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।" মোদি এদিন নেপালের 'জেন জি 'কেও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সিভিক ভলান্টিয়রের

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

কলকাতা:- পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সিভিক ভলান্টিয়রের। মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভাসা বিডিও অফিসের সামনে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। মৃতের নাম সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী। বয়স ৩২। বাড়ি ট্যাংরা ১০ নম্বর কার্তিক মণ্ডল লেন জেলে পাড়ায়। মা-বাবার একমাত্র ছেলে সৌম্যজিৎ।পরিবার সূত্রে খবর, সিভিকের ডিউটি সেরে পার্ট টাইমে ব্লাড ব্যাঙ্কে কাজ করত। শনিবার মধ্যরাতে স্কুটি নিয়ে ব্লাড কালেকশানের রির্পোট নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথাও হয়। কিন্তু তারপর থেকেই ফোন সুইচ অফ।ছেলেকে ফোনে না পেয়ে চিন্তা বাড়তে থাকায় পরিবারের সদস্যদের। রাতেই তাঁরা তিলজলা থানায় বিষয়টি জানান। তিলজলা থানা বিষ্ণুপুর থানায় জানায়। তখনই জানা যায় ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোমরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে সেই লরি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। রাতেই পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন ছেলে ভর্তি রয়েছে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে।খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা দ্রুত ছুটে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছাতেই জানা যায় ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে সৌম্যজিতের। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সৌম্যজিতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মোমিনপুরে পাঠানো হয়েছে।

আর জি করে ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু - মালদা থেকে আটক তার প্রেমিক

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

অবশেষে গ্রেফতার হলো আর জি করে মৃতা ছাত্রীর সন্দেহজনকে প্রেমিক। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেনের রহস্যমৃত্যুতে আটক তাঁর প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন। তাঁকে মালদহ থেকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃত ছাত্রী সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়েছিল কি না? মৃত্যু কী করে? ছাত্রীর অন্তঃসত্ত্বার তত্ত্ব শোনা যাচ্ছে সেই বিষয়েও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। উজ্জ্বল পুরুলিয়ার বাসিন্দা। তিনি মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। অনিন্দিতা বালুরঘাটের বাসিন্দা। আর জি করে পাঠরত ছিলেন।

জানা গিয়েছে, সোশাল মিডিয়া ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূত্রেই পুরুলিয়ার বাসিন্দা উজ্জ্বল সোরেনের সঙ্গে পরিচয় হয় বালুরঘাটের অনিন্দিতা সোরেনের। দু'জনই ডাক্তারি পড়ুয়া হওয়ায় বন্ধুত্ব হতে বিশেষ সময় লাগেনি। এরপর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

যুগলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা চলছিল। কিছুদিন আগে বালুরঘাটের বাড়িতে যান অনিন্দিতা। পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতায় ফেরার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন তরুণী। এরপর উজ্জ্বলের ফোন পান অনিন্দিতার বাবা-মা। মৃতার মায়ের দাবি, তাঁদের জানানো হয় অনিন্দিতা মালদহ মেডিক্যালে ভর্তি। স্বাভাবিকভাবেই হতবাক হয়ে যান তিনি। মেয়ে কীভাবে মালদহ গেল, তা বুঝতে পারছেন না। শুক্রবার রাতে অনিন্দিতার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আর জি করে রেফার করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মাঝ রাস্তায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মালদহ মেডিক্যালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তরুণীকে। শনিবার সকালে সেখানে মৃত্যু হয় ছাত্রীর।

সম্পাদকীয়

মোদির কাছে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি কুকি বিধায়কদের

মেতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা সম্ভব নয়।' হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরকে ভেঙে আদিবাসীদের নিয়ে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি জানলেন কুকি-জো বিধায়করা। ফলে শান্তির বার্তা নিয়ে ২৮ মাস পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরে পা রাখলেও, সে সম্ভাবনার আশা বড়ই কম বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে হিংসায় দগ্ধ মণিপুর। সেই ঘটনার মাত্র ২ মাস পর ১০ জন আদিবাসী বিধায়ক কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছিল কুকিদের জন্য পৃথক প্রশাসন গঠনের। তবে সে দাবি মান্যতা পায়নি। মণিপুরে মেতেই সম্প্রদায়ের বাস ইম্ফল উপত্যকায়। কুকিরা থাকেন পাহাড়ি অঞ্চলে। গত দু'বছরে চুড়াচাঁদপুরই ছিল হিংসার কেন্দ্রস্থল। এখানে মৃত্যু হয় ২৬০ জনের। শনিবার সেখানেই উপস্থিত হয়েছিলেন মোদি। মণিপুরকে "সাহস ও দৃঢ়তার ভূমি" বলে প্রশংসা করেন তিনি। চূড়াচাঁদপুরের ত্রাণ শিবিরে বয়স্ক এবং শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। ত্রাণ শিবিরে শিশুরা হাতে আঁকা ছবি, ফুলের তোড়া এবং পালকের টুপি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেয়। এই সফরে মোদির সঙ্গে ছিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা।শনিবার মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে পা রেখে প্রধানমন্ত্রী শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন। মণিপুরের জন্য উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে বলেছিলেন, সংঘর্ষ থামলেই রাজ্যে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা তখনই সম্ভব। উন্নয়নের জন্য শান্তি জরুরি। সেই লক্ষ্যে রাজ্যেরবিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করানোর জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। পাশাপাশি মণিপুর হিংসায় ঘরহারাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সমস্যা শোনেন প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন পাশে থাকার। প্রধানমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে কুকি-জো বিধায়কদের তরফে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

যেখানে লেখা হয়েছে, 'চূড়াচাঁদপুরে আপনাকে হৃদয় থেকে স্বাগত জানাই। আশা করব আপনার এই সফরের পর রাজ্যে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে। আপনি জানেন, মণিপুরের পাহাড়ি এলাকা থেকে আমাদের লোকজনকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উপর নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘু আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে।' এর পরই লেখা হয়েছে, 'এই দুই সম্প্রদায় ভালো প্রতিবেশী হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, কিন্তু কখনই এক ছাদের নিচে থাকতে পারে না।' এ প্রসঙ্গে মণিপুর ভেঙে আদিবাসীদের জন্য আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি জানানো হয় কুকি বিধায়কদের তরফে। লেখা হয়েছে, 'আমরা বিশ্বাস করি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই এই সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান। এর ফলেই শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং আমাদের জনগণের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি তৈরি হবে।'

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বাইশতম পর্ব)

ছিল আজকের চৌরঙ্গী অবধি। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাতে যায়। এঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালী মন্দিরও তাঁদের সম্পত্তি। সেই অতীতে চিৎপুর থেকে একটি রাস্তা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা কালীঘাট পর্যন্ত গিয়েছে।

সেকালের এই রাস্তাটি বর্তমান চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে একটা খালের ধারে গিয়ে শেষ হয়। খালটি তখন গোবিন্দপুর ক্রীক নামে পরিচিত ছিল। খাল পেরিয়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল, ভবানীপুর হয়ে রাস্তাটি কালীঘাটে শেষ হয়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বন্ধ ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক,বিপাকে এসএসসির পরীক্ষার্থীরা

যেতে পারেননি। তাঁদেরকে অনেকটা ঘুরপথে ফালাকাটা,ঘোকসাডাঙ্গা,পুন্ডিবাড়ি হয়ে আলিপুরদুয়ার যেতে হয়। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় তৈরি হচ্ছে চার লেনের মহাসড়ক। এজন্য নদীগুলিতে চলছে পাকা সেতুর কাজ। এখনও অবধি শুধু বুড়িতোর্ষায় একটি পাকা সেতু চালু হয়েছে। বাকি নদীগুলিতে নির্মীয়মাণ পাকা সেতুর পাশে রয়েছে হিউম পাইপের ডাইভারশন। গত শুক্রবার রাতের বৃষ্টিতেও সনজয় ডাইভারশনে বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় দেড় ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। আর এদিন পুরো ডাইভারশন ভেঙে যায়। ডাইভারশনের উপর দিয়ে নদীর জল বইতে শুরু করে। একই ভাবে গিরিয়া নদীতে থাকা ডাইভারশন ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। এজন্য শিশাগোড়,মেজবিল,পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি,পুঁটিমারি মোড়,নিউ পলাশবাড়ি,পলাশবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ বিপাকে পড়েছেন। কেউ কোনওভাবেই যাতায়াত করতে পারছেন না। প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,রাতে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে। জলস্তর কিছুটা কমলেই দ্রুত দুটি ডাইভারশন মেরামত করা হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

... বজ্রডাকিনী পূর্বে, রত্নডাকিনী দক্ষিণে, পদ্মডাকিনী পশ্চিমে এবং বিশ্বডাকিনী উত্তরে।

শ্বেত হেরুকের সঙ্গে বুদ্ধডাকিনীর যুগনদ্ধ রূপ। তিব্বতী চিত্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দী দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রিয় দেশবাসী,

হিন্দী দিবস উপলক্ষ্যে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমাদের দেশ ভারত মূলত একটি ভাষাকেন্দ্রিক জাতি। আমাদের ভাষাগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতাকে বহন করার এক শক্তিশালী মাধ্যম। হিমালয়ের উচ্চতা থেকে দক্ষিণের বিশাল সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত, মরুভূমি থেকে দুর্গম বন ও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত, ভাষা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানুষকে সংগঠিত থাকতে এবং যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে।

"একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে ভাবা এবং একসঙ্গে কথা বলা" - এই হল আমাদের ভাষাগত-সাংস্কৃতিক চেতনার মূল মন্ত্র।

ভারতের ভাষাগুলির সবথেকে বড় শক্তি - তারা প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে নিজেদের ভাব প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। উত্তর-পূর্বের বিহু গান, তামিলনাড়ুর ওভিয়ালুর সুর, পাঞ্জাবের লোহরি গান, বিহারের বিদ্যাপতির পদাবলী, বাংলার বাউল সাধকদের স্তোত্র, কাজরী গান এবং ভিখারি ঠাকুরের 'বিদেসিয়া' - এগুলি সবই আমাদের সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ও কল্যাণমুখী রেখেছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভাষাগুলি একে অপরের সঙ্গী হয়ে ঐক্যের সুতোয় বাঁধা পড়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সন্ত তিরুভল্লুভরকে দক্ষিণে যেমন ভক্তির সঙ্গে গাওয়া হয়, তেমনই উত্তরে তাঁকে আগ্রহের সঙ্গে পড়াও হয়। কৃষ্ণদেবরায় দক্ষিণে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, তেমনই তিনি উত্তরেও জনপ্রিয় ছিলেন। সুব্রহ্মনীয় ভারতীর দেশাত্মবোধক রচনাগুলি প্রতিটি অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে জাতীয় গর্বের সঞ্চার করে। গোস্বামী তুলসীদাস প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং সন্ত কবীরের দোঁহাগুলি তামিল, কন্নড় এবং মালয়ালম ভাষায় অনুবাদে পাওয়া যায়। সুরদাসের কবিতা আজও দক্ষিণ ভারতের মন্দির এবং সঙ্গীতঘরানায় প্রচলিত আছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এবং মহাপুরুষ মাধবদেব প্রত্যেক বৈষ্ণবের কাছে পরিচিত এবং ভূপেন হাজারিকার গান হরিয়ানার যুবকেরাও গুনগুন করে গায়।

এমনকি পরাধীনতার কঠিন সময়েও ভারতীয় ভাষাগুলি প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল। আমাদের ভাষাগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ ভাষাগুলিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। হিন্দীর পাশাপাশি, সকল ভারতীয় ভাষার কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকাররা লোকভাষা, লোককথা, লোকগান এবং লোকনাটকের মাধ্যমে প্রতিটি বয়স, শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতার সংকল্পকে দৃঢ় করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম' এবং 'জয় হিন্দ'-এর মতো স্লোগানগুলি আমাদের ভাষাগত চেতনা থেকে উদ্ভূত হয়ে স্বাধীন ভারতের গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

দেশ স্বাধীনতা লাভের পর, আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভাষাগুলির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। সংবিধানের ৩৫০ অনুচ্ছেদটি হিন্দীকে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হিন্দী ভাষার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব অর্পণ করে।

গত দশকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতির নবজাগরণের এক সোনালী যুগের সূচনা হয়েছে। সেটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চ হোক, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন হোক, অথবা সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বক্তৃতা হোক, মোদীজি হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয় ভাষাগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

স্বাধীনতার 'অমৃত কালে', মোদীজি দেশকে দাসত্বের প্রতীক থেকে মুক্ত করার জন্য 'পঞ্চ প্রাণ' (পাঁচটি সংকল্প) গ্রহণ করেছেন, যেখানে ভাষাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই ভারতীয় ভাষাগুলিকে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ৭৬টি গৌরবময় বছর পূর্ণ করেছে। ভাষা বিভাগ দপ্তর তার সুবর্ণজয়ন্তী সম্পন্ন করে হিন্দীকে জনসাধারণের এবং গণচেতনার ভাষায় পরিণত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছে।

২০১৪ সাল থেকে সমস্ত সরকারি কাজে হিন্দী ভাষার ব্যবহার ক্রমাগত প্রচার করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের হিন্দী দিবসে, সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষার মধ্যে নির্বিঘ্ন অনুবাদের লক্ষ্যে

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মণিপুরের ইম্ফলে ১,২০০ কোটি টাকার বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মণিপুরে ১,২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকার এইসব প্রকল্প মণিপুরের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করবে এবং এই অঞ্চলের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

আজ প্রধানমন্ত্রীর চালু করা প্রকল্পের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য হল – ৩,৬০০ কোটি টাকার 'মণিপুর আর্বান রোডস প্রোজেক্ট' এবং ৫০০ কোটি টাকার 'মণিপুর ইনফোটেক ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট'। শ্রী মোদী বলেন, মণিপুরের পরিকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সড়ক নির্মাণ এবং জাতীয় সড়কগুলির উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিটি গ্রামকে সড়কের মাধ্যমে জুড়তে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে।

শ্রী মোদী জানান, মণিপুরে স্টার্ট-আপ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মণিপুর থেকে বহু মানুষ প্রায়ই কলকাতা এবং দিল্লিতে যান। দুটি শহরেই মণিপুর ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া, এইসব সুযোগ-সুবিধার ফলে মণিপুরের মেয়েরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মণিপুরের অর্থনীতিতে মা, বোনেদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ভারতের উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হল নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনা। জিএসটি-র হার কমানোর কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এর ফলে মণিপুরের মানুষ দু'ভাবে উপকৃত হবেন। ব্যাখা করে তিনি বলেন, সাবান, শ্যাম্পু, চুলের তেল, জামাকাপড় এবং জুতোর মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অনেক কমবে। অন্যদিকে, হোটেলগুলিতেও খরচ কমবে। মণিপুরের হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে কোনও ধরনের হিংসা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই ধরনের হিংসা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আগামী প্রজন্ম, উভয়ের প্রতিই অবিচারস্বরূপ। তিনি মণিপুরে শান্তি রক্ষা এবং উন্নয়নের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশের প্রতিরক্ষায় মণিপুরের প্রেরণাদায়ক ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, মণিপুরের মাটি থেকেই ভারতের প্রথম পতাকা উত্তোলন করেছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। এ প্রসঙ্গে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ করেন তিনি।

দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত মণিপুরের সন্তানদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় গোটা বিশ্ব ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে জোর ধাক্কা দিয়েছে ভারত। এই অভিযানে মণিপুরের সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মণিপুরী সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি হয় না। ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারতের উত্থানের কথা উল্লেখ করে মণিপুরের তরুণদের ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মণিপুরেই দেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, মণিপুরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করতে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মানুষের স্বার্থ অবশ্যই সুরক্ষিত করতে হবে এবং যাঁরা বিভিন্ন শিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি জানান, ঘরছাড়া পরিবারগুলির জন্য ৭ হাজার নতুন বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মণিপুরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ঘরছাড়া মানুষদের সহায়তা করতে ৫০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। যাঁরা হিংসার শিকার হয়েছেন, সেইসব মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, মণিপুরের মাটি থেকে তিনি তাঁর নেপালের বন্ধুদের প্রতি বার্তা দিতে চান। তিনি বলেন, হিমালয়ের কোলে থাকা দেশ নেপাল, ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী। দুই দেশের মধ্যে সম্মিলিত দীর্ঘ যাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলাজিকে অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শ্রীমতী সুশীলাজির নেতৃত্বে নেপালে শান্তি, স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। নেপালের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী সুশীলা দেবীর নিয়োগ নারীর ক্ষমতায়নের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, একুশ শতকের ভারত একটি লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে, সেটি হল উন্নত ভারত এবং এই লক্ষ্য অর্জনে মণিপুরের উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। মণিপুরের অনন্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্মিলিত প্রয়াসই উন্নয়নের পথ তৈরি করবে। মণিপুর এক শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(৫ পাতার পর)

হিন্দী দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের বার্তা

'ভারতীয় ভাষা অনুভব' স্থাপন করা হয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলি কেবল যোগাযোগের মাধ্যম না হয়ে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, বিচার, শিক্ষা এবং প্রশাসনের মূল ভিত্তি হয়ে উঠুক - এটিকে নিশ্চিত করা। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ই-গভর্নেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং-এর এই যুগে, আমরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য সক্ষম, প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় ভারতকে একটি নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চালিকা শক্তি হিসেবে তৈরি করছি।

বন্ধুগণ, ভাষা হলো বর্ষার এক ফোঁটা জলের মতো, যা মনের দুঃখ ও বিষণ্ণতাকে ধুয়ে ফেলে নতুন শক্তি ও প্রাণচঞ্চলতা নিয়ে আসে। শিশুদের কল্পনা থেকে তৈরি হওয়া অনন্য গল্প থেকে শুরু করে দিদা-ঠাকুমার ঘুমপাড়ানি গান ও গল্প পর্যন্ত, ভারতীয় ভাষাগুলি সর্বদা সমাজকে বেঁচে থাকার ও আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র শিখিয়েছে।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতিজি যথার্থই বলেছিলেন

"দেসিল বয়না সব জন মিঠ্ঠা"

যার অর্থ, নিজের ভাষা সবার কাছেই মিষ্টি।

এই হিন্দী দিবস উপলক্ষ্যে, আসুন আমরা হিন্দী সহ সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সম্মান করি এবং একটি আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী ও উন্নত ভারতের দিকে এগিয়ে যাই।

হিন্দী দিবস উপলক্ষ্যে আপনাদের সকলকে আবারও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সিনেমার খবর

সাবেক স্বামী-শ্বশুরবাড়ি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ এষার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিচ্ছেদের এক বছর পর সাবেক স্বামী ভরত তখতানী ও তার পরিবারের বিষয়ে খোলামেলা কথা বললেন এষা দেওল। নিজের আত্মজীবনীমূলক বই 'আম্মা মিয়া'-তে তিনি বিয়ের পর সাংস্কৃতিক ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এষা জানান, তখতানী পরিবার তাকে যথেষ্ট ভালোবাসা দিয়েছিল। বিশেষ করে শাশুড়ি কখনও তাকে রান্নাঘরে যেতে বাধ্য করেননি। তবে এত স্নেহের মাঝেও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সংসারে প্রভাব ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালে ইতি টানেন ১১ বছরের দাম্পত্য জীবনে।

বর্তমানে দুই মেয়েকে নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন এষা। তিনি বলেন, আমার দুই মেয়েই এখন আমার পৃথিবী। আমি চাই তারা সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বড় হোক। অন্যদিকে, ভরত তখতানীও নতুন সম্পর্কে এগিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে বলিউড বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, সম্পর্ক ভাঙলেও ভরত ও এষা দুই পরিবারেই সম্মান ও সৌহার্দ্য বজায় আছে, যা এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

ধর্ষণের অভিযোগে ভারতীয় অভিনেতা গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় হিন্দি টিভি সিরিয়াল অভিনেতা আশিস কাপুরকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন পুনে পুলিশ। বুধবার পুনে থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। খবর এনডিটিভির।

ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময় অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১১ আগস্ট এক হাউস পার্টিতে অভিনেতা আশিস কপুরের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। পরে ভুক্তভোগী নারী থানায় লিখিত অভিযোগ করলে সেই মামলার ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগস্টের মাঝামাঝি অভিযোগ দায়ের হলেও গ্রেফতারে দেরির কারণ জানতে চাইলে পুনে নর্থের পুলিশ কর্মকর্তা রাজা বান্ছিয়া জানান, অভিযোগের পর থেকেই আশিস পলাতক ছিলেন। তবে তার গতিবিধি পুলিশের নজরদারিতে ছিল।

তিনি আরও জানান, আশিস প্রথমে গোয়াতে যান। তারপর সেখান থাকা যান পুনেতে। সেখান থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। তবে, আশিসকে গ্রেফতার করা হলেও অভিযোগকারীর বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রথমে অভিযোগকারী জানান, আশিসের আয়োজন করা পার্টিতে অন্য দুই ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করে। তবে সাত দিন পর, ১৮ আগস্ট তিনি বয়ান পরিবর্তন করে বলেন, আশিস একাই তাকে ধর্ষণ করেছেন।

এ ঘটনায় শুরুতে পুলিশ গণধর্ষণের মামলা দায়ের করেছে। তবে আশিসকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুরো বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সত্যিই কি সংসার ভাঙছে মোনালি ঠাকুরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় বাঙালি গায়িকা মোনালি ঠাকুরের দাম্পত্যে নেমে এসেছে অস্থিরতা। শোনা যাচ্ছে, সুইজারল্যান্ডের রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী মাইক রিখটারকে বিয়ে করলেও সেই সংসার আর টিকছে না। তবে সবটা এখনও গুঞ্জন কারণ গায়িকা নিয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট করছেন না।

করোনাকালের মাঝেই ভক্তদের সামনে বিয়ের খবর প্রকাশ করেছিলেন মোনালি। তিনি জানিয়েছিলেন, তিন বছর আগেই বিদেশি প্রেমিককে বিয়ে করেছেন। তবে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন দু'জনে। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, লং ডিসটেন্সের কারণে দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। ফলে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দম্পতি।

সম্প্রতি গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নেটিজেনদের কৌতূহল বাড়ে। মোনালি ইতোমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে স্বামীকে আনফলো করেছেন এবং মুছে ফেলেছেন একসঙ্গে তোলা সব ছবি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গায়িকার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, গত বছর মোনালির মায়ের মৃত্যু সময় থেকেই দুইজনের মধ্যে ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন থেকেই তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ বা বোঝাপড়া নেই বললেই চলে। কয়েক বছরের ব্যবধানে মোনালি ও মাইকের সম্পর্ক অনেকটাই বদলে গেছে। এখন আর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ আলাদা পথের যাত্রী। খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের ঘোষণা আসতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে একটি ট্রিপের সময় মোনালি ও মাইকের প্রথম পরিচয় হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় প্রেম, পরে গোপনে বিয়ে। দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকার পর ২০২০ সালে গায়িকা নিজেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন।

কোহলি না থাকায় স্বস্তিতে পাকিস্তানি বোলাররা: গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-পাকিস্তান চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মুখোমুখি লড়াই মানেই বাড়তি উত্তেজনা, বাড়তি আবেগ। আর সেই উত্তেজনায় অতিরিক্ত রঙ যোগ করতেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় এই ব্যাটিং আইকনের পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত সব ইনিংস আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মরণে। তবে এশিয়া কাপে এবারের সুপার সানডের হাইভোল্টেজ ম্যাচে কোহলিকে দেখা যাবে না। বিষয়টি পাকিস্তানি বোলারদের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে বলেই মনে করেন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাস্কার।

'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার মন্তব্য করেন "কোহলি না থাকাটা পাকিস্তানি বোলারদের জন্য স্বস্তির।" তিনি বলেন, "আমরা কোহলির অনেক অসাধারণ ইনিংস দেখেছি। বিশেষ করে মেলবোর্নে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেই ম্যাচটা মনে করুন। যখন ভারতের জয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল, ঠিক তখনই হারিস রউফের বিপক্ষে টানা দুটি ছক্কায় ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন কোহলি। শেষ পর্যন্ত ভারত জয় পায়।"

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানান কোহলি। ফলে এশিয়া কাপ কিংবা ভবিষ্যতের কোনো টুর্নামেন্টেই পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁকে আর দেখা যাবে না। এ নিয়ে গাভাস্কার বলেন, "আমি যদি একজন পাকিস্তানি হতাম, নিশ্চয়ই হালকা নিঃশ্বাস ফেলতাম এটা ভেবে যে কোহলিকে আর সামলাতে হচ্ছে না। কারণ কোহলি মানেই শুধু একজন ব্যাটসম্যান নয়, একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটার।"

তবে কোহলির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গাভাস্কার মনে করেন, বর্তমান ভারত দলেও আছে দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইনআপ। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ-অধিনায়ক শুভমান গিল, সঞ্জু স্যামসন এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা ওপেনার অভিষেক শর্মা সবাই এখন ম্যাচ উইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করা উচিত কি না, সে প্রশ্নে গাভাস্কার সাফ জানিয়ে দেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে। "শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা সরকারেরই। সরকার যা বলবে, বিসিসিআই ও খেলোয়াড়দের সেটা মেনে চলতেই হবে," বলেন তিনি।

চোট নয়, অন্য কারণে ব্রাজিল দলে সুযোগ পাইনি: নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে থাকা নেইমার আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুই ম্যাচেও সুযোগ পাননি। কোচ কার্লো আনচেলত্তি জানিয়েছেন, সান্তোস তারকার ফিটনেস সমস্যার কারণে তাকে রাখা হয়নি। তবে নেইমার মনে করেন, সিদ্ধান্তটি চোটের কারণে নয়, বরং কৌশলগত।

আগামী দুই বাছাইপর্বে চিলির বিপক্ষে রিওতে এবং বলিভিয়ার কঠিন কন্ডিশনে মাঠে নামবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে নেই নেইমার। আনচেলত্তি সাংবাদিকদের বলেন, 'নেইমারের ছোট্ট একটি সমস্যা ছিল। আমরা ঝুঁকি নিতে চাইনি। বিশ্বকাপে তাকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় প্রয়োজন।'

কিন্তু সান্তোসের হয়ে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে পুরো ৯০ মিনিট মাঠে নামার পর (যেখানে ম্যাচ ০-০ ড্র হয়), আনচেলত্তির সেই বক্তব্য মানতে রাজি নন নেইমার। তিনি বলেন, 'পেশিতে সামান্য ফোলা ছিল, তবে গুরুতর কিছু নয়। যদি সেটা সমস্যা হতো, তাহলে আমি ফ্লুমিনেন্স বা বাহিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারতাম না।'

নেইমারের দাবি, চোট নয় ভিন্ন কারণে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'যদি আমাকে দলে না রাখা হয়ে থাকে, সেটা কৌশলগত সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে আমার ফিটনেসের কোনো সম্পর্ক নেই,' মন্তব্য করেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

ইতোমধ্যে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ব্রাজিল বাছাইপর্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, ইকুয়েডর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। শীর্ষে অবস্থান করছে আর্জেন্টিনা।

অন্যদিকে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফেরার পর নেইমারের সময়টা ভালো কাটছে না। অবনমন অঞ্চলের কাছাকাছি দলটি নতুন কোচের অধীনে ঘরোয়া লিগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করছে তারকা ফরোয়ার্ডের নৈপুণ্যে।

এশিয়া কাপে ভারতের জার্সিতে থাকছে না স্পন্সর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন এশিয়া কাপের শুরুতে ভারতের জার্সিতে থাকছে না কোন স্পন্সর। তবে এশিয়া কাপ চলাকালীন জার্সিতে নতুন স্পন্সর যুক্ত হতে পারে।

ভারতের জার্সিতে স্পন্সর হিসেবে ছিল ড্রিম ইলেভেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সম্প্রতি পরিষ্কার করেছে যে, তারা বেটিং, ক্রিপটো কারেন্সি এবং তামাক সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্পন্সর সংক্রান্ত চুক্তি করবে না। এছাড়া ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোমল পানীয়, ফ্যান, মিক্সার, ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গেও চুক্তি করবে না বিসিসিআই।

অনলাইন বেটিং সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ড্রিল ইলেভেন বিসিসিআই-এর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত ড্রিল ইলেভেনের সঙ্গে প্রায় ৩৮০ কোটি রুপির চুক্তি ছিল। বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, নতুন যারা স্পন্সরের জন্য আবেদন করবে তাদের অন্তত ৩০০ কোটি রুপির সম্পত্তি থাকতে হবে।

বিসিসিআই ভারতের জার্সির স্পন্সর হওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দরপত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর হতে পারে সম্ভাব্য নিলাম। ওদিকে এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম ৭ দিন ভারতের জার্সিতে স্পন্সর না থাকলেও পরের ১১ দিন দেখা যেতে পারে নতুন স্পন্সর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR